

Awards



Kashi Vaishwik Gaurav Samman |
MSME UP Govt.



Indian Dance Festival at Eastern Zonal Cultural Centre, Kolkata



Sangeet Natak Academy award winning ceremony

মাননীয় শ্রীযুক্ত মধুশ্রী হাতিয়াল

রাণী বিনোদ মঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্রী এবং

সঙ্গীত নাটক একাডেমি পুরস্কারপ্রাপ্ত ঝুমুরশিল্পী

ঝাড়গ্রামের গোপীবল্লভপুরস্থ মালধা গ্রামের একটি দ্বিধা দীপশিখা উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠেছিল ঝাড়গ্রাম, মেদিনীপুর ও কলকাতা থেকে আহরিত শিক্ষার জ্যোতিতে। আজ তার প্রভা দেশ তথা বিদেশেও পরিব্যাপ্ত। আকাশবাণী কলকাতার সঞ্চালিকা, লোকশিল্পী, নাট্যশিল্পীরূপে সুপরিচিতা সেই প্রতিভাময়ী ঝুমুর গানে বিশেষ কৃতিত্বরূপ সঙ্গীত নাটক একাডেমির যুবা পুরস্কার - ২০১৮য় ভূষিতা হন। হে স্বয়ংসিদ্ধা! আপনার বিদ্যালয়ের গৌরবময় ইতিহাসে একটি সুদীর্ঘ অধ্যায় রূপে এই কীর্তি অন্মান হয়ে থাকবে।

হে কর্মযোগিনী! শিক্ষকতার পেশায় আবদ্ধ নয় আপনার কর্মজীবন। পশ্চিম সীমান্ত বাংলার আদিবাসী ও লোকসংস্কৃতি প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে এক নিরলস সাধিকা আপনি। আপনার লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি বিষয়ক একাধিক গবেষণাধর্মী লেখা বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে পত্রপত্রিকায়। নবীন প্রজন্মকে নিজের সংস্কৃতি ও শিল্পকলাকে সঞ্জীবিত রাখা ও বইপড়ায় আগ্রহী করে তুলতে সম্পূর্ণ স্ব-উদ্যোগে প্রত্যন্ত গ্রামে গিয়ে বিনামূল্যে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন আপনি। শেখান বনজ সম্পদ, নদী, পরিবেশকে রক্ষা করতে। আপনার উৎসাহে গড়ে উঠেছে ভ্রাম্যমান পাঠাগারও। ওড়িশা সংস্কৃতি দপ্তর প্রদত্ত 'ইন্দিরা কীর্তি সম্মান', ঝুমুরের অন্য ঝাড়খন্ড সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিশেষ সম্মান, ভারত-বাংলাদেশ মৈত্রী উৎসবের মঞ্চ তে আগত সম্মান ইত্যাদি বহুবিধ প্রাপ্তিতে অলঙ্কৃত আপনার পরিচিতি। ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রক আপনার কণ্ঠে কুড়িটি লুপ্তপ্রায় 'বিহা গীত' (বিয়ের গান) সংরক্ষণ করেছেন স্কার গীত হিসেবে। দিকে দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে আপনার কর্মধারা "সহস্রবিধ তার্থতায়"। আর্য ও অনার্য কৃষি সংস্কৃতির সমন্বয়ে গড়ে ওঠা পশ্চিম সীমান্ত বাংলার কপরবণ্ডলি অস্ত্রির সময়ে সম্প্রীতির আলোক বিচ্ছুরিত করে, যে জ্যোতিতে ঝঙ্ক হয় মাদের জীবন, আপনার এ মূল্যায়ন লোকসংস্কৃতির প্রতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধাবোধ জগত করে। ইংরাজী ১৯৯৫-১৯৯৬ সালে আপনার বিদ্যালয় পত্রিকা 'কন্তুরিকা'য় আপনার রচিত একটি গীত প্রকাশিত হয়েছিল। 'বরষায়' শীর্ষক সেই কবিতাটির মধ্য দিয়ে অষ্টম শ্রেণীতে পাঠরতা ছাত্রীর ভাবনায় উদ্ভাসিত বর্ষা ঝতুর মেদুর রূপটির শিঞ্জন শ্রুত হয়। হে সহযাত্রিণী! আজ নারী কীর্তি ও যশসন্তারের প্রতি সম্মান জ্ঞাপনের পাশাপাশি ৭৫ বৎসরের ঐতিহ্যবাহী এই বিদ্যালয় সেদিনের সেই বালিকা ছাত্রীটির জন্য তার অন্তরের স্বতোৎসারিত স্নেহার্থ্য অর্পণ করছে।

“এস কর্মী, এস জ্ঞানী, এস জনকল্যাণধানী”

রাণী বিনোদ মঞ্জরী রাষ্ট্রীয় বালিকা বিদ্যালয়